# ব্রিসবেনে রিক্‌শায় বাংলাদেশী যাত্রী

## নীনা নাসির

রৌদ্রস্নাত কুইন্সল্যান্ডের রাজধানী ব্রিসবেনে দেখার শখ ছিল। জুলাই ২০১০এ স্বামী আমাকে তিনটি শহর ব্রিসবেন, গোল্ডকোস্ট ও সানশাইন ঘুরিয়ে বেড়িয়ে আনলেন। কুয়েটের(খুলনা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেক্‌নোলজী) স্নাতক প্রকৌশলী সেলিম(আমার স্বামীর ছাত্র ছিলেন) ও তার স্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করি ব্রিসবেনে তাদের ও তাদের সন্তান টিয়া, টুশোর আন্তরিকতায় মুগ্ধ। ছোট্ট ছেলে টুশোর কথার ফুলঝুরিতে অবাক করা আনন্দ। সেলিমের লক্ষ্মী বউয়ের নানা পদের মজার রান্নাও খেলাম।

প্রথমে আরেক ছাত্র রতনের সাথে গোল্ডকোস্টের সি ওয়ার্ল্ড এ গেলাম। ওখানে Shark bay, Polar Bear, Pirate Ship দেখলাম। পানির মাঝে ডলফিন আর শার্কের মনোরম খেলাও

দেখার মতো। মনোরেলেও চড়লাম। সবচেয়ে মজা লেগেছে সীলমাছের মাছচুরির টাকার থলে উদ্ধারের খেলা। নদীতে লোকেরা মাছ চুরি করে ধরে বিক্রি করে টাকার থলে নিয়ে পালাচ্ছে। সীলমাছ বিভিন্ন পথ ঘুরে তাদের আটকায় ও পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ওদের ধরে নিয়ে যায়। খুব মজার শো। ঐদিনে দুপুরের খাবার ছিল সঙ্গে দেওয়া ছাত্রের নিজ বাড়ীর তৈরী বিরিয়ানী।

পরে সেলিমের সাথে ব্রিসবেনে রিভার ব্রুজে শহরের প্রাকৃতিক শোভা দেখলাম। রিভার ব্রুজ শেষে নদীর পাশ দিয়ে হাঁটছি। সেলিম বললো 'চলেন একটু ঘুরে কার পার্কে যাই তাহলে পথে জাপান ন্যাশনাল পার্ক ও ফেয়ারিস হুইল দেখা যাবে। হুইলে চড়া যাবে।' মাথা ঘুরবে বলে আমাদের কারো হুইলে চড়ার সাহস হয়নি।

ওখানেই হঠাৎ দেখি দুই/তিনটা তিন চাকার রিকশা আর তার চালক সাদা চামড়ার সাহেব। পিছনে ব্যাকপ্যাক নিয়ে ২২/২৩ বছরের যুবকরা যাত্রী নিয়ে রিকশা চালাচ্ছে। বাংলাদেশের রিকশার কথা মনে পড়লো। ছোটবেলায় আমার জন্মভূমি যশোরে রিকশায় কত চড়েছি। প্রাপ্য ভাড়ার চেয়ে বেশী পেতো বলে আমাদের যশোরের 'নিউ প্লেস' নামের বাড়ীর সামনে দাড়ানো রিকশাঅলারা আমাদের যাত্রী হিসাবে নিতে ছুটে আসতো। গরীব ঐ রিকশাঅলারা আমাদের বাড়ীর অনুষ্ঠানের খাবার থেকেও বঞ্চিত হতো না। এখনও বাংলাদেশে গেলে দেখা হলেই জানতে চায় 'আপা কেমন আছেন?' বা 'মা কবে আসলেন?'

ব্রিসবেনে রিকশার কথায় ফিরে আসি তাইলে। রিকশার জন্য স্মৃতিকাতর হয়ে *রিকশা* চড়বোই ঠিক করলাম। ভাড়া নির্ধারিত। যাত্রী প্রতি পাঁচ টাকা। আমরা তিনজন রিকশায় চড়লাম। কথা বলার পর জানলাম *রিকশা*অলা জার্মান ব্যাকপ্যাকার ট্যুরিষ্ট। আমাদের নদীর পার ধরে ঘুরিয়ে আনলো। জার্মান *রিকশা*অলা জানে বাংলাদেশে গরীবলোকেরা রিকশা চালিয়ে জীবনধারন করে, বাংলাদেশ রিকশার দেশ। এই জার্মান ব্যাকপ্যাকারও এখানে জীবিকা অর্জনের জন্যই আমাদের মত যাত্রী নিয়ে রিকশার প্যাডেল ঘুরাচ্ছে। এদের কাছে কোন কাজই অমর্যাদার নয়।

যাই হোক সাদা সাহেবের চালানো রিকশা চড়ে আনন্দ ভ্রমণ উপভোগ্য ছিল খুব। সময় সুযোগে সানশাইনের আনারস বাগান ও সেখানে দেখা পৃথিবীর বৃহত্তম কৃত্রিম আনারসের গল্প শুনাবো একদিন।